বাংলার বাণী
তারিখ 24 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

20

ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার বিষয়টি নিয়ে ভাবেন না এমন বিবেকবান মানুষ সমাজে কমই আছে। বিশেষ করে এই ব্যাধিটি বেশ কিছু সময় ধরে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই পর্যুদস্ত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। এমন অবস্থায় কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় বিবেচনায় আসবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

সহযোগী এক দৈনিক এ বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের কিছু আভাস পত্রস্থ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, পরীক্ষা হলে নকল করা, নকল সরবরাহ করা এবং প্রশ্ন ফাঁস করার জন্য প্রচলিত আইনে যে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, খুব শিগগিরই তার পরিবর্তন করে কঠোরতর শাস্তির বিধান প্রণয়ন করা হবে। সরকার যদি 'দি পাবলিক এক্জামিনেশনস (অফেন্সেস)' আইন সংশোধন করে এ ধরনের কঠোর কোন পদক্ষেপ আদৌ গ্রহণ করেন তবে তা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু তারপর যে প্রশ্নটি জনসাধারণের মনে উত্থিত হবে তা হলো, এ ধরনের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেই কি শুধু পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করা যাবে?

এ প্রশ্নটি যে আগেও উত্থিত হয়নি তা নয়। বরং বিদগ্ধ জনদের সমাবেশে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অধঃপতনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অতীতের যে পরামর্শের প্রতি শাসকদলের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দও যে সোৎসাহ সমর্থন প্রদান করেননি– তা নয়। কিন্তু পুরো ব্যাপারটিই থেকে গেছে মজলিশী বাতচিতের মতো শুধু আলাপআলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এখন দেশে আর আগের মতো স্বৈরশাসন ব্যবস্থা বহাল নেই। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন। অতীত প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তারা সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর একটা ভিতের উপর দাঁড় করাতে পারেন। যতদিন আমাদের শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে এবং মানবিক মূল্যবোধগুলো নানা কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে ততদিন শুধু আইনের রক্তচক্ষু দেখিয়ে পরীক্ষা হলের পবিত্রতা রক্ষা করা যাবে না। আর ছাত্রছাত্রী–শিক্ষকদের সাধারণ অপরাধীদের মতো দেখাও কতটা বিবেচনাসম্পন্ন হবে তাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

আমদানী–রপ্তানি নীতি, শিল্পনীতি বা বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্প পাস করার মতো করে মন্ত্রিসভা বা বিশেষ কাউন্সিলের বৈঠকে শিক্ষা সংক্রান্ত কোন মৌলিক নীতি প্রণয়ন বাঞ্ছিত নয়। এজন্য দল মত নির্বিশেষে প্রতিনিধিত্বশীল ও মননশীল লোকদের সহযোগিতা ও সুপরামর্শ একান্ত প্রয়োজন। বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের আগে তেমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সরকার ভাবতে পারেন। আসলে শিক্ষার বিষয়টি কে কত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন তা দিয়েই গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ব্যাপারে তারা কতটা উৎসাহী তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

56